175744 - কারণ যটোই হোক না কনে পরীক্ষাতে নকল করা নাজায়যে

প্রশ্ন

পরীক্ষার সময় শক্ষিা প্রতষ্ঠিানগুলোতে নকলরে যে ছড়াছড়ি তা থকেে আমরা কভিাবে বরিত থাকতে পারি? আমরা বশেি নম্বর পাওয়ার লোভে নকল করি। আমাদরে পতিামাতারা আমাদরেকে এ দকিে ঠলেে দনে। কারণ আমরা ভয় পাই যদি ফলে করি কংিবা কম নম্বর পাই তারা আমাদরেকে অপমান করবনে ও শাস্তি দবিনে। যহেতেু আমরা সবসময় নকল করি না। কন্িতু যখনই আমরা অনুভব করি যে, আমাদরেকে এক্সলিন্টে নম্বর পতেে হবে তখনই আমরা নকলরে দকিে ধাবতি হই। দুঃখরে বষিয় হলো এখন এটি অভ্যাসে পরণিত হয়ছে; যা থকেে মুক্ত হওয়া কঠনি। আপনাদরে উপদশে কী? কোন এক কারণে কোন এক শক্ষিকি আমার এক বান্ধবীকে বাসায় পরীক্ষা দয়োর অনুমতি দয়িছেলিনে এবং তনিি তার কাছ থকেে অঙ্গীকার ও শপথ নয়িছেলিনে যে, তাকে যে এই অনুমতি দয়ো হয়ছেে এ ব্যাপারে সে কাউকে জানাবে না। আমার বান্ধবী বাসায় গয়িে নকল করে পরীক্ষা দয়িছেে এবং ভালো নম্বর পয়েছে; তবে এক্সলিন্টে নম্বর নয়। সে এই যুক্ততিে নকল করছেে যে, শক্ষিকি তার কাছ থকেে নকল না করার ব্যাপারে অঙ্গীকার নয়েনি। বরং অন্যদরেকে না জানানোর ব্যাপারে অঙ্গীকার নয়িছেলি। তা সত্ত্বওে সে আল্লাহ্র শাস্তরি ভয়ে ও পরবিাররে শাস্তরি ভীতসন্ত্রস্ত। তার করণীয় কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

নকল ও জালয়িাতি এটি হারাম। তা বচোকনোর ক্ষত্রেে হোক কংিবা পরীক্ষার ক্ষত্রেে হোক কংিবা অন্য যে কোন ক্ষত্রেে হোক। যহেতেু আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি হাদসিে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “যে ব্যক্তি জালয়িাতি করে সে আমার দলভুক্ত নয়।”[সহহি মুসলমি (১০২)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

পরীক্ষাতে নকল করা হারাম। বরং কবরিা গুনাহ। বশিষেতঃ এ নকলরে উপরে ভবষি্যতরে অনকে বষিয় নর্িভর করে: বতেন, পদ মর্যাদা ইত্যাদি যগেুলো রজোল্টরে সাথে সম্পৃক্ত।[ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব থকেে (২/২৪) সংক্ষপেে সমাপ্ত]

অনুরূপভাবে পতিামাতার সন্তুষ্টি লাভরে জন্যওে নকল করা জায়যে নয়। কারণ আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করে পতিামাতাকে সন্তুষ্ট করা জায়যে নয়; সটেি যে অবস্থায় হোক না কনে। যহেতেু ইবনে হব্বিান (রহঃ) আয়শো (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে য, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করার মাধ্যমে মানুষরে

সন্তুষ্টি সন্ধান করে আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও অসন্তুষ্ট করে দেন।’[আলবানী ‘সহিহুত তারগীব’ গ্রন্থে (২/২৭১) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

ইমাম বাইহাকী ‘শুআবুল ঈমান’ গ্রন্থে (২০৯) ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “সন্তুষ্টি হচ্ছে আপনি আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট না করা”।

নিঃসন্দেহে পিতামাতা পছন্দ করেন না যে, তাদের ছেলেমেয়ে নকল করে বড় হোক কিংবা নকল করে এক্সেলিন্টে নম্বর পাক। বরং তারা চান যে, তারা তাদের নিজেদের পরিশ্রম ও কর্ম দিয়ে সফলতা অর্জন করুক।

যে ছাত্র ভাল ফলাফল ও ভাল নম্বর পেতে চায় তার উচিত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ভাল পড়াশুনা করা; নকল করা নয়। কারণ মানুষের মন নকলকে ঘৃণা করে এবং মানুষ নকলকারীকের ঘৃণা করে। এটি সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতার প্রতিপক্ষ; আর মিথ্যা ও খেয়ানতের মিত্র। বুদ্ধিমানের উচিত এটাকে বর্জন করা।

যদি কোন মুসলিম জানতে পারেন যে, এটাই হচ্ছে নকলের স্বরূপ; তখন তিনি পরিশ্রমী ছাত্রদের অনুসরণ করবেন এবং নিজেকে এই নিন্দনীয় অভ্যাস থেকে দূরে সরিয়ে আনবেন।

পক্ষান্তরে কোন শিক্ষিকা জনকৈ ছাত্রীকে তার বাসায় পরীক্ষা দিতে দেয়া এটিও আমানতের খেয়ানত; শিক্ষিকাকে যে আমনতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এবং এটি অন্যদের প্রতি অবিচার; যাদেরকে এ সুযোগ দেয়া হয়নি। এমনকি যদি আইন-কানুন সেটাকে অনুমোদন করে তবুও। এটি নিশ্চিত যে, আইন সেটাকে অনুমোদন করে না। এটাই এই ছাত্রীর জন্য নকল করাকে সহজ করে দিয়েছে। যার মাধ্যমে সে এমন নম্বর ও পজিশন পাবে; সে যেটার উপযুক্ত নয়।

শাইখ বিন বাযকে পরীক্ষায় নকল করা সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল যে, যদি সেটা শিক্ষকের জ্ঞাতসারে ঘটে থাকে?

জবাবে তিনি বলেন: পরীক্ষায় নকল করা হারাম; যেমনিভাবে লেনদেনে সেটা হারাম। কোন পরীক্ষার কোন সাবজেক্টে কারো নকল করার অধিকার নেই। যদি কোন শিক্ষক এতে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে সে শিক্ষকও গুনাহতে ও খেয়ানতের অংশীদার।[মাজমুউ ফাতাওয়া বিন বায (৬/৩৯৭) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।